যার
যেথা
ঘর

যার যেথা ঘর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৫

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদপট
গণেশ বসু
মুদ্রাকর
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস্
৭০ ডবলু সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

শ্রীসুকমল ঘোষ

অগ্রজভাজনেষু

—লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

ডাকতে জানলে
সেই আমি সেই তুমি
আমি সে ও সখা
সেই অজানার খোঁজে
নগর পারে রূপনগর
কাল, তুমি আলেয়া
শিলাপটে লেখা
সাতপাকে বাঁধা
জানালার ধারে
অলকা তিলকা
রাত্রির ডাক
প্রতিহারিণী
উত্তর বসন্তে
বলাকার মন
অগ্নিমিতা
রোশনাই
নতুন তুলির টান
মন মধুচন্দ্রিকা
নব নায়িকা
নগ শৃঙ্গার

পরিণয় মঙ্গল
সাবরমতী
আনন্দরূপ
আলোর ঠিকানা
খনির নতুন মণি
দীপায়ন
চলো, জঙ্গলে যাই
একজন মিসেস নন্দী
বাজীকর
পঞ্চতপা
চলাচল
কথামালা
বকুল বাসর
স্বয়ংবৃতা
বিদেশিনী
অন্য নাম জীবন
যখন ঢল নামল
নিষিদ্ধ বই
শ্রেষ্ঠ গল্প

আমি যা হতে পারতুম তা হইনি। কাহিনী বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

শুরুতেই এই শেষের আঁচড় বর্ণশূন্য লাগার কথা। বর্ণ মানে যদি রঙের চটক হয়, তাহলে তাই লাগবে। কিন্তু, মুখ দেখাবার আগে যে সূর্যটা স্লেট-রঙা পুবের আকাশের পরতে পরতে লালের পিচকিরি ছোটায়, আর বিদায়ের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমের আকাশে নরম আবির ছড়িয়ে রাখে—রঙ বলতে সেটুকুই যদি বেশি মনে ধরে, তাহলে বর্ণশূন্য নাও লাগতে পারে।

···আমি যা হতে পারতুম তাতে রঙের চটক আছে। আর, তা না হওয়ার মধ্যে রঙের প্রসাদ আছে।

কিন্তু সূর্যের কি শুধু রং নিয়ে কারবার? শুধু রং ছড়ানো কাজ? সে জ্বলে না? দগ্ধায় না? জ্বলুনি যখন মধ্যগগনে, তার আলোও তখন অসহ্য লাগে না?

জ্বলে। দগ্ধায়। অসহ্য লাগে। কিন্তু একমাত্র সে-ই সব কালো সব অন্ধকার চেটেপুটে খায়।

মেয়েদের জীবনে একটি সূর্য দরকার। একজন সূর্য দরকার। যে রঙ ছড়াতে জানে, জ্বলতে জানে, দগ্ধাতে জানে। কালো দূর করতে জানে। দরকার যে, তার নজির আমি। আমি যা হতে পারতুম তা হইনি।

কি হতে পারতুম, আমি আর তা ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না। ভাবতে গেলে আমার সর্ব অঙ্গে কাঁটা দেয়। আমার কাহিনী বলুন, গল্প বলুন, এটুকুই সব। এটুকুই শেষ।

তবু এটুকুই জনে-জনেব কাছে ঘোষণা করার একটা তাগিদ প্রায়ই অনুভব করি। বিশেষ করে সেই মেয়েদের কাছে যারা আমারই মতো ভুলের বীজ বুনে খাঁটি ফসল আশা করে।